

"মিষ্টি বাচ্চারা - সকাল সকাল উঠে স্মরণে বসার অভ্যাস তৈরী করো। খাবার সময় একে অপরকে বাবার স্মরণ করাও, স্মরণ করতে করতে তোমরা পাস উইথ অনার হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন কমতিটির কারণে বাচ্চাদের রিপোর্ট বাবার কাছে আসে ?

*উত্তরঃ - অনেক বাচ্চারা এই এখনো পর্যন্ত প্রেম স্বরূপ হয়ে উঠতে পারেনি। তারা মুখ দিয়ে দুঃখ দায়ী কথা বলতেই থাকে, তাই বাবার কাছে তাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট আসে। বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত প্রেমপূর্ণ হয়ে চলতে হবে। যদি নিজের মধ্যেই কোনো অবগুণরূপী ভূত থাকবে, তো তা অন্যদের থেকে কিভাবে বার করতে পারবে, তাই দেবতাদের মত প্রেম স্বরূপ হতে হবে। ভূত বের করে দিতে হবে।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ...

ওম্ শান্তি । দীনবন্ধু বাবাকে, বাচ্চারা জেনে গেছে আর তারা বাবার স্মরণে বসে থাকে। এই নয়নের দ্বারা যদি কাউকে দেখেও থাকে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মও করে কিন্তু তবুও গায়ন আছে যে - হাত দিয়ে কর্ম করতে থাকো, কিন্তু আপন হৃদয়ে প্রেমীকে রেখে দিও। ব্রাহ্মণ কুলভূষণ বাচ্চারা তা জানে, আর তাদেরকেই বাবা বলেন, যে অর্ধ-কল্প ধরে তোমরা বাবাকে স্মরণ করেছো। ড্রামা অনুযায়ী এখন তোমার বাবার স্মৃতি মনে পড়েছে এবং এও মনে পড়েছে যে সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। সমস্ত দুনিয়া বিস্মৃতিতে ডুবে আছে। বাবা কি রচনা করেছেন, তাও কেউ জানে না আর বাবা যে পতিত থেকে পাবন বানানোর এবং সকলের সঙ্গতি করার এই মহান কর্তব্য করেন, তাও কেউ জানে না। তুমি রচয়িতা এবং রচনার আদি মধ্য এবং অন্তকে জানো। তোমাদের স্মৃতি এসে গেছে যে, সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘোরে, আমরা ৮৪ টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করি, যারা সত্য যুগ থেকে শুরু করে কলি যুগের অন্তিম পর্যন্ত তাদের ভূমিকা পালন করেছে, এখনো তারাই করবে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করতে করতে, আমরা অধোগামী হয়েছি। এখন কলি যুগের অন্তিম সময়ে তোমরা পুনরায় উর্ধ্বগামী(চড়তি কলা) হয়েছো। বলা হয়ে থাকে যে চড়তি কলাতে সকলের মঙ্গল লুকিয়ে আছে। তো তোমাদের সম্পূর্ণ স্মৃতি মনে পড়ে গেছে - একেই বলা হয় স্মৃতিলক্ষা, নষ্টমোহ। কার মাধ্যমে এই স্মৃতি ফিরে পেয়েছো ? বাবার মাধ্যমে। নিজে নিজে এই স্মৃতি ফিরে আসেনি। তুমি জানো যে আমরা - আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। এই শরীর তো লৌকিক পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। এখন পারলৌকিক পিতা বলেন যে, এই পুরানো শরীরের দেহবোধ ত্যাগ করো, ঠিক যেমনভাবে সর্প তার পুরানো খোলস ত্যাগ করে এবং নতুন গ্রহণ করে। এই সবকিছু সত্যযুগ থেকেই শুরু হয়। তাই তুমিও সত্যযুগ থেকেই আপন খোলস ত্যাগ করা শুরু করবে। এখন তোমার অন্তিম জন্ম। বাবা বলেন - আর অল্পই সময় বাকি আছে। তুমি ধৈর্য ধারণ করেছো, তুমি আনন্দে মগ্ন হয়ে আছো যে, আমরা পুনরায় বাবার থেকে এই সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। সুখের উত্তরাধিকার তো বাবার থেকে পাবোই, তাই না ? এসব কথা কোনো সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে আসে না। তারা শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে যায় কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে কখনো এই প্রশ্ন ওঠে না যে এরা প্রকৃতপক্ষে কে! ওরা তো ভক্তি মার্গে হাতজোড় করে বলে যে - তুমি মাতা পিতা... শিব বাবা তো সকলের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। শিব বাবা আবার বাগানের মালিকও, কারণ তিনি নতুন দৈবী বাগানের কলম লাগাচ্ছেন। তিনি মালীও, আবার আমাদের হাত ধরে তাঁর সাথে নিয়ে যান। তো কেমন ভাবে বাবা একাধারে মালী, বাগানের রক্ষক আর নৌকার মাঝিও - তা তোমরা বাচ্চারা জানো। এর সকল তাঁরই নাম তাঁকে মুক্তিদাতাও বলা হয়। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন যে এখানে যখন আসবে তখন শিববাবাকে স্মরণ করে এসো। আমরা তো শিববাবাকে আপন করে নিয়েছি। ব্রহ্মাবাবাও তাঁকে আপন বানিয়েছেন। তাহলে কেননা আমরা শুধুমাত্র শিব বাবাকেই স্মরণ করি ? ছবিতেও দেখানো হয়েছে - সকলেই শিবকে মানে। বাবা আমাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা না বলে জীবাত্মা বলা উচিত, কারণ যখন আত্মা একা থাকে তো তখন সে কিছু বলতে পারে না। শরীরবিহীন আত্মা অন্য কোন আত্মার সাথে কথা বলতে পারে না। পরমধামে পরমাত্মা কি কখনো আত্মার সাথে কথা বলবেন ? বলা হয়ে থাকে, খ্রীষ্টকে পরমাত্মা পাঠিয়েছেন। কিন্তু ওখানে অর্থাৎ পরমধামে পরমাত্মা কথা বলেন না, সেখানে কোনো ইশারাও করা সম্ভব নয়। ড্রামা অনুসারে আত্মা নিয়তই আপন ভূমিকা পালন করার জন্য নিচে চলে আসে। আত্মার মধ্যে তার সমস্ত পাট ভরা হয়ে আছে। তাই আত্মা নিচে এসে শরীর ধারণ করে নিজের পাট পালন করতে থাকে। শরীরের নাম তো প্রত্যেকের আলাদা। আত্মার নাম তো শুধু আত্মা। আমরা আত্মা না এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিয়ে পুনরায় নিজেদের পাট পালন করতে থাকি। এখন আমাদের এই স্মৃতি মনে পড়ে গেছে, তাই আর অন্য কোন কিছু যেন মনে না আসে, কারণ পুরনো দুনিয়াতে পুরনো পাট, পুরনো শরীর ত্যাগ

করে নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। সেখানে আমরা নতুন শরীর লাভ করবো। তো এর সার কথা এইটাই যে - এখন পাঁচ বিকারকে ত্যাগ করতে হবে , তো কতই না মুশকিল হয়।

দেখো বাচ্চারা লেখে যে - কাম ক্রোধের তুফান আসে। তাই বাবা বলেন, বাচ্চারা এই বিকারের দান করো তবে গ্রহের দশা কাটবে। এখন আন্নার গ্রহ দশা চলছে। প্রথমে তুমি ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে, এখন কোনো কলা নেই। পূর্ণিমার পর থেকে চাঁদের কলা ধীরে ধীরে কম হতে থাকে। অন্তিমে শুধুমাত্র এক ফালি রেখা থেকে যায়। তোমাদেরও এখন সেই রকমই অবস্থা। বাবা বলেন দান করো তবেই তো গ্রহণ থেকে মুক্ত হবে। যদি বিকারের দান করে, পুনরায় তা ফেরত নিয়ে নাও তবে উচ্চপদ প্রাপ্ত হবে না। এখানে বিকারের কথাই হচ্ছে, টাকা-পয়সার কথা হচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী... ধন দান করে কখনো ফেরত নেওয়া উচিত নয়। বাস্তবে বিকারের কথাই বলা হচ্ছে। বেকার দান করে দিয়ে পুনরায় ফেরত নেওয়া উচিত নয়। অন্তরের অন্তস্থল থেকে দেখো , যেন আমাদের হৃদয় এক বাবার সাথেই যুক্ত হয়ে আছে, যার মাধ্যমে আমাদের জন্ম জন্মান্তরের গ্রহণ দশা কেটে যাচ্ছে। সময় তো লাগেই, একেবারে তো কেটে যায় না। যে কর্মভোগ বাকি রয়ে গেছে তার লক্ষণ হল শারীরিক অসুস্থতা। যদি তুফান আসে তবে তার কারণ নিশ্চিতভাবে বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে যোগযুক্ত হয়ে না থাকা। বাবা বলেন অন্য সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে শুধুমাত্র এক আমার সঙ্গেই সম্বন্ধ জুড়ে নাও। অন্যান্য লৌকিক সংসঙ্গে এই প্রেমীকে কেউ জানে না। তারা এটাও জানে না যে আন্নার মধ্যে ৮৪ টি জন্মের অবিনাশী পার্ট ভরা হয়ে আছে। প্রথমে তো আমাদের বুদ্ধিতেও এটা ছিল না, তো বাকিদের বুদ্ধিতে কি করে থাকবে! যে আমরা, দেবতা বংশের ছিলাম, তারাই জানতাম না। এখন তুমি এই স্মৃতি ফিরে পেয়েছ যে আমরা ব্রাহ্মণ এবং সত্যযুগে এই প্রলোক শুরু হয়ে যাবে, তাই প্রত্যেকে যে যেরকম কর্ম সত্য যুগে করেছিল তা পুনরায় করবে। সমস্ত সংস্কার প্রকাশিত হতে থাকবে। বাবার যে মহিমা করা হয় যে, তিনি জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর... তো আমরাও ভালোবাসা শিখছি। আমাদের মুখ থেকে এমন শব্দ যেন কখনো না নির্গত হয়, যার দ্বারা অন্য কেউ দুঃখী হয়। যদি কখনো কাউকে দুঃখ দিয়ে ফেলি, তখন বুঝে নিতে হবে যে আমাদের অন্তরে এখনো বিকারের ভূত আছে, সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীকে আমরা বরণ করতে পারবো না। বাবার যখন হয়ে গেছে, তখন লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। যদি কোন বিকারের ভূত থেকে গিয়ে থাকে তাহলে, সে ত্রেতাযুগে জন্ম নেবে। বাচ্চাদের কখনো ক্রোধ হওয়া উচিত নয়। অত্যন্ত ভালবাসায় ভরা হয়ে চলতে হবে। দেখো বাবার কত বাচ্চা, তবুও বাবা কারোর উপর কখনোই ক্রোধ করেন না। তাই তোমাকেও অবশ্যই মহান প্রেম স্বরূপ হতে হবে। এখনো কোন বাচ্চা প্রেম স্বরূপ হয়ে উঠতে পারেনি। কখনো কখনো যাদের নামের রিপোর্ট আসে তখন তারাও বুঝে যায় যে এদের মধ্যে বিকারের ভূত আছে। যার মধ্যে সেই ভূত এখনও আছে, সে অন্যদের ভূত ছাড়া কিভাবে ?

অত্যন্ত প্রেম স্বরূপ হয়ে উঠতে হবে আর তা এখনই হতে হবে । দেবতারা তো সকলেই প্রেমস্বরূপ তাই না? দেখো শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আমাদের কতটা আকৃষ্ট করে, তো আমাদেরকেও তেমনি হতে হবে । তোমার সাথে তোমার স্বামী যদি রেগে-মেগে কথা বলে, তাহলেও ভালবেসে তার সাথে কথা বলো, এমন যেন না হয় - যে স্বামীকে বিকারের ভূত ধরেছে বলে সেই ভূত আবার আমার উপরে এসে ভর করবে । না, তা যেন না হয় - আমার মধ্যে যে সকল অবগুণ আছে তা যেমন করেই হোক দূর করতেই হবে। অতি অতি মধুর স্বভাবের হতে হবে। একবার কেউ বলেছিল - তার লৌকিক পিতা অত্যন্ত রাগী প্রকৃতির, তখন আমি বললাম তিনি যখন রেগে যাবেন, তখন তুমি ভালো ভালো ফুল অর্পণ করো । তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যাবেন। অতঃপর পুনরায় শান্ত হয়ে যাবেন। অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ভাবে বোঝাতে হবে, কারণ রাবণের রাজত্ব, তাই না । আমরা হলাম রামের বংশধর। যদি নিজেই না তৈরি হতে পারো, তাহলে অন্যদেরকে কিভাবে তৈরি করবে - সেই কারণেই স্থাপনার কাজে বিলম্ব হয়। প্রথমতঃ অত্যন্ত স্নেহশীল হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ বাবার স্মৃতিতে থাকতে হবে এবং স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। নির্দিষ্ট কর্ম সকল তো করতেই হবে, সে কারণেই প্রাতঃকালের সময়ই হলো সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। কথায় আছে না ভাড়াভাড়া শুয়ে পড়ো... সকাল সকাল ওঠো....। সেই কারণেই সকাল সকাল উঠে, এখানে পাঁচ মিনিটও যদি এসে বসো, তাহলে বাবার স্মৃতি মনে স্থায়ী হয়ে থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে অভ্যাস গড়ে উঠলে এই স্মৃতি আরও পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। কোনো ভালো খাবার খাওয়ার সময় খেয়াল রাখো যে কতটা সময় বাবার স্মৃতিতে খাবার খেলে! যদি সম্পূর্ণ ভোজন গ্রহণের সময়ে স্মরণে ছিলে তো তাহলে সে তো অত্যন্ত বাহাদুরির কথা। আহার গ্রহণের সময় একে অপরকে ইঙ্গিতে মনে করিয়ে দাও যে বাবাকে স্মরণ করো। প্রতিটি গ্রাস গ্রহণ করার সময় স্মরণ করো । এ তো আমাদের সহজযোগ। এখন বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণ হয়েছে যে পরমপিতা পরমাত্মাকে সর্বশক্তিমান বলা হয় তো তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি শক্তি আছে। এমন নয় যে তার মধ্যে বোমা বানানোর শক্তি আছে। না তা নয় তাঁকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়। এটাই তো তাঁর শক্তি। তিনি কতটা আপন ভোলা আর তাঁর শক্তি কত অনন্ত।

যথার্থ রীতিতে স্মরণ করতে পরিশ্রম তো করতেই হবে। সুতরাং পরিশ্রম করা উচিত। প্রাতঃকালের সময় উপযুক্ত। ভক্তি মার্গেও ভোর ভোর ওঠার রীতি আছে। জ্ঞান মার্গেও প্রাতঃকালের সময় উপযুক্ত। বাবা বলেন যে - আমি সমস্ত কল্পের মধ্যে কেবলমাত্র একবারই আসি, তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাহলে তোমাদেরকে ও অত্যন্ত আনন্দ সহকারে যাওয়া চাই। এই দুঃখধাম থেকে বেরোতে হবে। যদি এমন স্মৃতি থাকে তো, কখনোই ভয় পাবেনা। যেকোনো পরীক্ষায় আসুক না কেন তোমাদের স্মৃতি যেন পাকা থাকে। এমন ভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। বাচ্চারা এখন তোমাদেরকে - "আমরাই ওরা, ওরাই আমরা" - এর অর্থ বোঝানো হয়েছে। 'আমরাই সেই' (হম্‌ সো) পরমাত্মা নয়, আমরা হলাম পরমাত্মার সন্তান। এ হলো "আমরাই ওরা" - এই চক্রের দর্শন। এই স্মৃতির মাধ্যমেই খাদ নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। খাদ বেরিয়ে যাওয়ার সময়ই হলো অমৃত বেলা। সুতরাং পাস উইথ অনার হয়ে ওঠার জন্য, কৃষ্ণপুরীর মালিক বানানোর কারিগর, এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কাজকর্ম করেও স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। একে অপরকে বাবার স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে হবে। যত পরীক্ষাই আসুক না কেন, স্মৃতিতে অবশ্যই থাকতে হবে।

২) বিকারের দান দিয়ে কখনো ফেরত নিও না। কখনো কাউকেই দুঃখ দিও না। কখনো রাগ করোনা, নিজের অন্তরে যে বিকারের ভূত আছে তাকে বের করে দিতে হবে।

বরদানঃ-

মালিক ভাবের স্মৃতির দ্বারা পরবশ স্থিতিকে সমাপ্তকারী সদা সমর্থ হও
যে সদা মালিক ভাবের স্মৃতিতে স্থিত হয়ে থাকে, তার সংকল্প তার নির্দেশ অনুযায়ীই চলতে থাকে। মন কখনোই মালিককে পরবশ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ আত্মা কখনো নিজের দুর্বল স্বভাব সংস্কারের বশীভূত হতে পারে না। যখনই তোমার সামনে 'স্বভাব' এই শব্দটি আসবে তখন স্বভাব অর্থাৎ স্বয়ং এর প্রতি আত্মিক ভাব - এই শ্রেষ্ঠ অর্থে স্থিত হয়ে যাও । আর যখন 'সংস্কার' এই শব্দের সম্মুখীন হবে, তখন নিজের অনাদি অর্থাৎ আদি সংস্কারকে স্মৃতিতে নিয়ে এসো - তবেই সমর্থ হয়ে উঠতে পারবে। পরবশ স্থিতি সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ-

বরদানের শক্তি সঞ্চয় করে নাও, তবেই পরিস্থিতি রূপী অগ্নিও জল হয়ে যাবে।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

১) দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্য, এখন এই দুটো শব্দ কীসের উপরে নির্ভর করে চলে? এটা তো তোমরা জানো যে, সৌভাগ্য তৈরী করে দেন পরমাত্মা আর দুর্ভাগ্য তৈরী করে মানুষ নিজেই। মানুষ যখন সর্বদা খুশীতে থাকে, তখন বলা হয় এদের ভাগ্য খুব ভালো। আর যখন মানুষ নিজেকে দুঃখী মনে করে তখন নিজেকে অভাগা মনে করে। আমরা এই কথা বলবো না যে দুর্ভাগ্য কিম্বা সৌভাগ্য পরমাত্মার দ্বারাই হয়, না তা হয় নয়। এই রকম মনে করা হল চরম মুর্থতা। পরমাত্মা তো আমাদেরকে সৌভাগ্যশালী বানান। কিন্তু ভাগ্যকে তছনছ করে দেওয়া অথবা তৈরী করা এ'সবই নিজের কর্মের উপরেই নির্ভর করে। এই সব কিছুই মানুষের সংস্কারের উপরে নির্ভর করে। এরপর যে যেরকম পাপ আর পুণ্যের সংস্কার নিজের মধ্যে ভরবে, সেই রকম ভাগ্য নির্মাণ হবে। কিন্তু মানুষ এই রহস্যকে না জানার কারণে পরমাত্মার উপরে সব দোষ দিয়ে দেয়। এখন দেখো মানুষ নিজেকে সুখী রাখার জন্য মায়াবী কতোই না উপায় বের করতে থাকে। এরপর সেই মায়াতেই কেউ নিজেকে সুখী মনে করতে থাকে কেউ সেই মায়ার থেকে সন্ন্যাস নিয়ে মায়াকে ত্যাগ করার ফলে নিজেকে সুখী মনে করতে থাকে। অর্থাৎ কোনো না কোনো ভাবে চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু এত এত উপায় করেও রেজাল্ট দুঃখের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টিতে যখন ভয়ঙ্কর দুঃখ শুরু হয়, তখন সেই সময় স্বয়ং পরমাত্মা এসে গুপ্ত রূপে নিজের ঈশ্বরীয় যোগ পাওয়ারের দ্বারা দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা করিয়ে সকল মানব আত্মাকে সৌভাগ্যশালী বানিয়ে থাকেন।

২) যে সময় ওম্ শান্তি বলা হয় তো তার যথার্থ অর্থ হল আমি আত্মা শালগ্রাম সেই জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সন্তান,

আমরাও সেই পিতা জ্যোতির্বিন্দু পরমাত্মার মতো আকার সম্পন্ন। এছাড়া আমরা হলাম শালগ্রাম বাচ্চারা। সেই কারণেই তাদেরকেই নিজেদের জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মার সাথে যোগ রাখতে হবে আর লাইট মাইটের উত্তরাধিকার নিতে হবে। সেই নিরাকার পরমাত্মাকে প্রতিটি শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করা একেই পূর্ণ যোগ বলা হয়। যোগ এর অর্থ হল এক যোগেশ্বর পরমাত্মাকেই স্মরণে থাকা। তো যে আত্মারা সেই পরমাত্মার স্মরণে থাকে, তাদেরকে যোগী বা যোগিনী বলা হয়। যখন সেই যোগ অর্থাৎ স্মরণে নিরন্তর থাকবে তবেই সব বিকর্ম এবং পাপের বোঝা নষ্ট হবে আর আত্মারা পবিত্র হয়ে ভবিষ্যৎ জন্মে দেবস্বকে প্রাপ্ত করে নেয়। এখন এর জন্য চাই নলেজ, তবেই যোগ পুরোপুরি লাগবে। সুতরাং নিজেকে আত্মা মনে করে পরমাত্মার স্মরণে থাকতে হবে, এটাই হল সত্যিকারের জ্ঞান। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;